Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আরবি শব্দের ব্যবহার

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. আবদুল কাদির
Published online	February 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.3
Pages	৪৩-৫৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৯. সংখ্যা : ২ ॥ ফাল্গুন ১৪১৮ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আরবি শব্দের ব্যবহার

Check for updates

মো. আবদুল কাদির*

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার পূর্ণদীপ্তি যখন বিকশিত তখন বাংলার প্রায় সকল কবিই রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তবে রবীন্দ্রজ্যোতির তীব্র প্রভাবেও যিনি স্বকীয়তায় ও স্বমহিমায় ছিলেন সমুজ্জ্বল, তিনি হলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে বলা হয় বাংলা কবিতার ছন্দের যাদুকর। কেউ কেউ তাঁকে অমর অনুবাদক আবার কেউ কেউ অনুবাদকের অনুবাদক আখ্যা দিয়ে থাকেন।

সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতার সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারের সন্তান। ১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ৩০ মাঘ ১২৮৮ শনিবার দ্বি-প্রহর রাতে সে যুগের অগ্রণী সাহিত্যসেবক মামা কালীচরণের গৃহে তাঁর জন্ম। উনবিংশ শতাব্দির চিন্তাশীল লেখক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক অক্ষয়কুমার দত্ত[১] (১৮২০-১৮৮৬) তাঁর পিতামহ। এ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ টাকীর নিকটবর্তী পুড়াঁ গ্রামের সন্নিহিত গন্ধর্বপুরে বসবাস করতেন। পরবর্তীকালে নদীয়া (এখন বর্ধমান) জেলার অন্তর্গত পূর্বস্থলী গ্রামের কাছে চুপীতে বসবাস শুরু করেন। (বিশু, ১৯৭১ : ২৩) চুপীর যেখানে তাঁদের বসবাস ছিল, তা এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্ত কলকাতার ৪৬ নং মসজিদবাড়ি স্টিটে একটি বাড়ি কিনে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ৪৬ নং ষ্ট্রিটের বাড়িটিতেই দত্ত পরিবারের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। (অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ভূমিকা : গ)। ১৮৮৬ সালের ২৮ মে সত্যেন্দ্রনাথের চার বছর বয়সে তাঁর পিতামহ মারা যান।

অনেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের মতো সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বাইরের কাব্য ও সাহিত্যাদির প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। ফলে তিনি কোনো পরীক্ষাতেই তেমন কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

১৮৯৯ সালে তিনি কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯০১ সালে এফ. এ পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। (সনজিদা, ১৯৫৮ : ৪) পরবর্তীতে সত্যেন্দ্রনাথ বি.এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কৃতকার্য হতে পারেননি। তিনি পড়াশুনা করতেন ঠিকই, কিন্তু তা পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। তিনি বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, যা তাঁর কবিতা পাঠে অনুমান করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথের বহু পঠন এবং জ্ঞানার্জনের প্রমাণ তাঁর রচনাবলি। তিনি একাধিক ভাষা শিখেছেন– অনুবাদ কবিতায় তাঁর বহু ভাষার উপর অধিকার প্রকাশ পেয়েছে। (বিশু, ১৯৭১ : ২৫)

*সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কবিজীবনের অধিকাংশ সময় কেটে ছিল ভাষাচর্চা, গ্রন্থপাঠ এবং সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সাহিত্যধারার একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্য ও প্রথম কৈশোর অতিবাহিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকেই কবি-গুরুর সান্নিধ্য তাঁকে কাব্যরসের মহাসমুদ্র সংগমে অবগাহনের অবারিত সুযোগ এনে দেয়। জন্মগত সাহিত্যবোধের অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের কাছ থেকে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা, সাহিত্যের রসজ্ঞতা এবং সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করেন।

বারো বছর পেরিয়ে তেরোতে পা দেয়ার মাসখানেকের মধ্যেই তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। তাঁর প্রথম কবিতা :

কি দিয়া পুজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার। (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ৪০১)

এমনি গোটা-আটেক-দশেক লাইন। তাঁর প্রথম পুস্তিকা 'সবিতা' ১৩ জুন ১৯০০ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে তাঁর একুশটি কাব্যগ্রন্থ, নাটক ও কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

পিতামহ মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের জ্ঞানস্পৃহা তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। ফলে পিতামহের মতো অগাধ পাণ্ডিত্য এবং শব্দ প্রয়োগের অসামান্য দক্ষতা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হতে দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন বাংলা সাহিত্যে সফলভাবে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ করেন, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনি সে পথে স্বচ্ছন্দে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার পূর্বসূরী আর একজন কবিকে অনুসরণ করেছিলেন, তিনি হলেন মধ্য যুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। ভারতচন্দ্র অবস্থা ও চরিত্র বুঝে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করতেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেও তাই মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরবি-ফারসিজাত শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সার্বিক প্রভাব পড়ে যার তিনি হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সর্বকালের আদর্শ পুরুষ। গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সর্বোপরি তাঁর অনুসরণ, কবিকে এরূপ শব্দ প্রয়োগে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ একমাত্র কবি যিনি কাব্যানুবাদের একমাত্র পুরোধা। তিনি দেশ-বিদেশের বহু ভাষা আয়ত্ত করেছেন এবং অবলীলাক্রমে সে ভাষার কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এক ভাষার শব্দ, ব্যঞ্জনা, রূপকল্প, ঐতিহ্য ও মানসিকতা অন্য ভাষায় ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু তাও তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ইংরেজি, আরবি, ফারসি, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি ভাষার উপর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বিশেষ করে ফারসি ভাষার উপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য চোখে পড়ার মতো। তিনি যেমন অসাধারণ দক্ষতার সাথে ব্যাস, বাল্মিকি, দান্তে, হোমার, শেক্সপিয়ার, গ্যেটে, হুগো, বায়রন, স্যাকো, টেনিসন, ভল্টেয়ার, হায়েন, শেলি, কিটস্ প্রমুখ বিখ্যাত কবিদের কবিতার অনুবাদ করেছেন, তেমনি করেছেন হাফিজ, ওমর খৈয়াম ও শেখ সাদীর গজল ও রুবাইয়াতের অনুবাদ।

সত্যেন্দ্রনাথের ফারসি ভাষার উপর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল, যা তাঁকে অত্যন্ত সফলতার সাথে ফারসি কাব্যানুবাদে প্রেরণা যুগিয়েছিল। মূলের ভাবকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি আরবি-ফারসি শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর কাব্যে যেন জন্মান্তর ঘটেছে। তাঁর *তীর্থরেণু* পড়ে কবিগুরু তাঁকে এক পত্রে বলেছিলেন —

> তোমার এ অনুবাদগুলো যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি, আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। ইহা শিল্পকর্ম নহে, সৃষ্টিকার্য। (সনজিদা, ১৯৫৮ : ১৪১)

কাব্য-সঞ্চয়নে সত্যেন্দ্রনাথের ফারসি-মূল কবিতার অনুবাদ-রূপ খুব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়নি, কিন্তু *তীর্থ-সলিল*-এ ওমর খৈয়ামের অমর চতুষ্পদীগুলোর অপূর্ব সুন্দর অনুবাদ করেছেন। *তীর্থ সলিল*-এ হাফিজেরও অনেকগুলো রুবাইয়াতের অনুবাদ করেছেন। তবে রুবাইয়াতগুলোর অনুবাদ সবক্ষেত্রে ভালো না হলেও গজলের তিনি চমৎকার অনুবাদ করেছেন। (সুধাকর, ১৩৬ : ১১৩)

সত্যেন্দ্রনাথের 'তীর্থ-সলিল' 'তীর্থ-রেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' অনুবাদ কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে পাঠকমহলে স্বীকৃত। অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদককে মূল ভাষার শব্দার্থ, ইডিয়ম, সংগীত-ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হয়। এক ভাষার রসাভিজ্ঞতা অন্য ভাষায় আনতে হয় এবং মূল ভাষার যথার্থ স্বাদ পেতে হয়। শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য সুস্পষ্ট অর্থ সরবরাহ করেই অনুবাদকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না ; সে কথাটিকে রসের সামগ্রী করে তুলতে হয়, সত্যেন্দ্রনাথ তা যথার্থই পেরেছিলেন। কবির *তীর্থ-রেণু* পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> মূলের রস অনুবাদে কোন মতেই ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার লেখাগুলো মূলকে বৃন্ত স্বরূপ আশ্রয় করে স্বকীয় রসসৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে। আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই — তা একই কালে অনুবাদ এবং নতুন কাব্য। (বিশু, ১৯৭১ : ১৫)

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে আড়ষ্টতা নেই। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর অনুবাদগুলোও যেন নতুন সৃষ্টি। তিনি মূলের ভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে ক্ষেত্রবিশেষে মূলভাষা ও শব্দকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করে অনুবাদকার্য সম্পাদন করেছেন। যা তার ফারসি কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে অনেকটা লক্ষণীয়। ফলে তাঁর কাব্য আরবি-ফারসিজাত শব্দাবলিতে পরিপূর্ণ হয়েছে বলে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম আরবি শব্দ ও রূপকল্পের নিঃসংকোচ ও সফল প্রয়োগকারী। তিনি সর্বমোট একশত আটষট্টিটি আরবি শব্দ আটশত একুশবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর বহুলব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে : আতর (عطر), আদায়, আমির, ইজ্জত, ইশারাহ্ (اشارة) উজির, ওজন, কবর, কায়দা, কায়েম, কেলা, কোরান, খবর, খালাশ, খালি, খেতাব, খেয়াল, খোলা, গরিব, গোলাম, জবাব, (جواب), জমা, জুলুম, দুনিয়া, নকল ফকির, বাকি, বিদায়, বুলবুলি, মজলিশ, মশগুল, মশাল, মসজিদ, মালিক, মুলুক, শয়তান, শীত, সাকী. সাফ, সাহেব, সুলতান, হাওয়া, হাজির, হিসাব, হুকুম ইত্যাদি। তিনি 'হাওয়া' শব্দটি সর্বাধিক সংখ্যক তিরান্নব্বইটি কবিতায় একশত তেইশবার

ব্যবহার করেছেন। 'দুনিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাতাশটি কবিতায় অন্তত চল্লিশবার। 'বিদায়' শব্দটি একত্রিশটি কবিতায় পঁয়ত্রিশবার, 'হুকুম' শব্দটি বিশটি কবিতায় বত্রিশবার, 'শীত' শব্দটি পনেরটি কবিতায় বিশবার, 'খবর' শব্দটি পনেরটি কবিতায় সতেরবার, 'সাকী' শব্দটি তেরটি কবিতায় সতেরবার, 'হিসাব' শব্দটি দশটি কবিতায় পনেরবার, 'জমা' শব্দটি এগারটি কবিতায় চৌদ্দবার, 'গোলাম' শব্দটি দশটি কবিতায় তেরবার, 'বাকি' শব্দটি তেরটি কবিতায় তেরবার, 'মালিক' শব্দটি বারোটি কবিতায় বারোবার, 'গরিব' শব্দটি নয়টি কবিতায় বারোবার, 'মুলুক' শব্দটি দশটি কবিতায় এগারবার, 'খেয়াল' শব্দটি নয়টি কবিতায় দশবার, 'ইশারাহ্' শব্দটি নয়টি কবিতায় নয়বার, 'মশাল' শব্দটি নয়টি কবিতায় নয়বার, 'আতর' শব্দটি আটটি কবিতায় নয়বার, 'ওজন' শব্দটি সাতটি কবিতায় নয়বার, 'খালি' শব্দটি আটটি কবিতায় আটবার, 'নকল' শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'মানা' শব্দটি সাতটি কবিতায় আটবার, 'জুলুম' শব্দটি ছয়টি কবিতায় সাতবার, এবং 'মসজিদ' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় সাতবার ব্যবহার করেছেন। 'কোরান', 'মজলিশ' ও 'মশগুল' শব্দত্রয় ব্যবহার করেছেন ছয়টি কবিতায় ছয়বার, 'বুলবুলি' শব্দটি পাঁচটি কবিতায় ছয়বার, 'সুলতান' শব্দটি চারটি কবিতায় ছয়বার এবং 'সাহেব' শব্দটি তিনটি কবিতায় ছয়বার। 'জবাব' 'মাফ' 'ফকির' ও 'হাজির' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার, 'আমির', 'কবর', 'খোলা', 'হরফ', ও 'হাওদা' শব্দগুলো চারটি কবিতায় পাঁচবার, 'ময়দান' ও 'সেলাম' শব্দদ্বয় তিনটি কবিতায় পাঁচবার, 'আখেরি' শব্দটি দুটি কবিতায় পাঁচবার ও 'মাল' শব্দটি একটি কবিতায় পাঁচবার ব্যবহার করেছেন । 'আদায়', 'কায়দা', 'খালাস', 'খিতাব', 'বিলকুল', 'মাফ', ও 'হাকিম' শব্দগুলো চারটি কবিতায় চারবার, 'ইজ্জত', 'কেলা' 'খাতির' ও 'নজর' শব্দটি তিনটি কবিতায় চারবার, 'নায়েব' ও 'মীনার' শব্দটি দুটি কবিতায় চারবার ব্যবহার করেছেন। 'উজির', 'জলসা', 'জারি', 'জাহির', 'জেয়াদা', 'নকিব', 'ফুরসৎ', 'বদল', 'মমতাজ', 'শহীদ', ও 'শুরু' শব্দগুলো তিনটি কবিতায় তিনবার, 'ওস্তাদ', 'দলিল', 'দোকান', 'মুরব্বী', ও 'মুসাফির', শব্দগুলো দুটি কবিতায় তিনবার ব্যবহার করেছেন। দুটি কবিতায় দুবার ব্যবহার করেছেন 'ইসলাম', 'উকিল', 'কয়েদ', 'কলম', 'কসুর', 'কাজী', 'কাফের', 'গাজী', 'জাবর', 'তলব', 'নিকে', 'বুরুজ', 'মজবুত', 'মৎলব', 'মহল', 'মাল', 'মৌলবী', 'রদ', 'হজম' ও 'হাফেজ' শব্দগুলো। 'জিজিয়া', 'তাজ', 'দোয়াত', 'নাহি', 'বাতিল', 'মহব্বত', 'সাবেক', ও 'হক' শব্দগুলো একটি কবিতায় দুবার ব্যবহার করেছেন। শুধু একটি কবিতায় একবার ব্যবহার করেছেন 'আউলিয়া', 'আকবর', 'আবীর', 'আরব', 'আলিম', 'আলা', 'ঈদ', 'ইনসাফ', 'ইলম', 'ইলাহী', ইস্তাহার', 'ইহুদী', 'করম', 'কসর', 'কানুন', 'কুদরত', 'খতম', 'খবীশ', 'খালেদ', 'খাস', 'খিদমাত', 'গজল', 'গায়েব', 'জাফরান', 'জেহাদ', 'তাবে', 'তামাম', 'তালিম' 'তুফান', 'দাখিল', 'দোকানী', 'নজীর', 'নাজির', 'নিয়ত', 'ফিকির', 'বকেয়া', 'বয়ান', 'বুরকা', 'মক্কা', 'মক্কেল', 'মদিনা'(مدينة), 'মনিব', 'মরসুম', 'মরিয়ম', 'মহকুমা', 'মা'লুম', 'মুশা', 'মোসলেম', 'রাজী', 'রায়', 'লোকমান', 'লোকসান', 'শিয়া', 'শওয়াল', 'শরাব', 'সাকিন', 'সামিল', 'সুন্নী', সুফি', 'হাজী', 'হারাম', 'হালুয়া', 'হিম্মৎ', 'হুজুর', ও 'হুরি' ইত্যাদি শব্দসমূহ।

তিনি তাঁর 'কবর-ই-নূরজাহান', 'শিরাজ-ই-হিন্দ', 'গান্ধিজী', 'আখেরী', 'দিল্লী-নামা' 'নওরোজের গান', 'পেয়ালার প্রেম', 'ঘুমতি নদী' ও 'ইনসাফ' ইত্যাদি কবিতায় সর্বাধিক সংখ্যক আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলোর কোনোটাতে একক অর্থ আবার কোনোটাতে বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন —

আউলিয়া (أولياء) শব্দটি অলি (ولي) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ ওলি, বন্ধু, অভিভাবক, দরবেশ, কর্তা, পৃষ্ঠপোষক, মহাত্মা ইত্যাদি হলেও কবি এখানে আউলিয়া শব্দ দ্বারা দরবেশ তথা আল্লার বন্ধু অর্থ বুঝিয়েছেন। কবিতায় শব্দটির ব্যবহার নিম্নরূপ :

আউলিয়া সাধু নিজামুদ্দিন
সপিল তোমায় স্বরগ-জ্যোতি (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৫১)

আমীর (أمير) শব্দটি যুবরাজ, শাহজাদা, রাজা, বাদশাহ, শাসনকর্তা, নেতা, অমাত্য, রাজ-সভাসদ, অভিজাত ব্যক্তি, সর্দার, ধনী, বিত্তবান ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটিকে চারটি কবিতায় অন্তত পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

রাজা-বাদশাহ অর্থে তিনটি কবিতায়[২] চারবার, যেমন —

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা–নাকাড়া,
গিয়েছে বেজে;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে! (অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ৯৩)

'ধনী' বা 'বিত্তবান' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —

গরীবের প্রাণ, আমীরের প্রাণ, —
সমান যে জন জানে,
সর্দারী তারি– সুল্‌তানী তারি—
দুনিয়ার মাঝখানে; (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ২৫৮)

ইজ্জত (عزة) শব্দটি আবরু, মান, মর্যাদা, গৌরব, সম্মান, সতীত্ব ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দটি তিনি তিনটি কবিতায়[৩] অন্তত চারবার 'মান-সম্মান' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

কাঁদতে মানের কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখতে বজায় বল্ বাহুতেই আছে।
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৭২ : ১৫৩)

ইলম্ (علم) অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, তথ্য, তত্ত্ব, শাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি। শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

ভক্ত হল জ্ঞানীর সেরা গ্রন্থ না ছুঁয়ে,
ভক্ত আলিম সত্য ইলম্ অন্তরে থুয়ে,
(অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ১৫৪)

উকিল (وكيل) শব্দটি প্রতিনিধি, মুখপাত্র, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আইন ব্যবসায়ী, মুসলমানদের বিয়েতে যে ব্যক্তি কনের সম্মতি নিয়ে বরকে জানায় ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটিকে দুটি কবিতায়[৪] অন্তত দুবার 'প্রতিনিধি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

রুষ্টভাবে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্বত, —
চোরের উকিল! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ!
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৭২ : ১৫৫)

ওস্তাদ (أستاد) অর্থ শিক্ষক, গুরু, অধ্যাপক, সংগীতাচার্য, দক্ষ, নিপুণ, কুশলী ইত্যাদি হলেও শব্দটি দুটি কবিতায় তিনবার 'গুরু' ও 'দক্ষ' অর্থে প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'গুরু' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —

তুলির খেলা দেখে 'সাবাস' ওস্তাদে বলে
আদ্‌রা দেখে আদর ক'রে ঠাঁই দিলে দলে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১:৮১)

'দক্ষ' অর্থে একটি কবিতায় দু'বার, যেমন—

কত ওস্তাদ নক্সা–নবীশ
আলোকিল তোর প্রাচীর পুঁথি। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৪১)

কসুর (قصور) শব্দটি অন্যায়, অপরাধ, ত্রুটি, ভুল, ছোট হওয়া, অবহেলা, অপূর্ণতা, কমতি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে শব্দটিকে তিনি দুটি কবিতায় দুবার 'অপরাধ' ও 'ত্রুটি' অর্থে ব্যবহার করেছেন—

'অপরাধ' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন—

কসুর করিলে পুরা পাবে সাজা—
এই মোর ইনসাফ। (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ২৫৯)

'ত্রুটি' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —

বিধান কর্ত্তা! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ!
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ।
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩৭২ : ১৫৫)

কোরান (قرأن) ইসলাম ধর্মের মূলগ্রন্থ; আরবি ভাষায় রচিত মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ; মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর ঐশীবাণী। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার মৌল প্রেরণা ও উৎস এ কোরান। মুসলিম জাতির জীবন নিয়ন্ত্রণের সকল নিয়ম-কানুনই কোরান থেকে নিঃসৃত হয়েছে। আল্লাহর আদেশে হযরত জিব্রাইল (আ.) হযরত মুহম্মদ (স.)-এর নিকট এ ঐশী বাণী নিয়ে আসেন। পবিত্র রমজান মাসের 'লাইলাতুল কদর'-এ সর্ব প্রথম কোরান অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ তেইশ বছরব্যাপী বিশেষ বিশষ প্রয়োজনে কোরানের বিভিন্ন অংশ নাজিল হয়। (রশিদুল, ২০০০ : ১৩৩)

সত্যেন্দ্রনাথ শব্দটিকে ছয়টি কবিতায়[৫] ছয়বারই উপর্যুক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

মাশ্লেম[৬] মানে কোরান কেবল
হিন্দু সে বেদ মানে।
মুশার[৭] বচন মানে ইহুদীরা
বাইবেল খৃষ্টানে; (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ১০৮)

গোলাম (غلام) শব্দটি ভৃত্য, চাকর, দাস, ক্রীতদাস, একান্ত অনুগত, আজ্ঞাবহ, ছেলে, বালক ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি কবি দশটি কবিতায় অন্তত তেরবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছের, যেমন —

'ভৃত্য' বা 'চাকর' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[৮] সাতবার —

প্রেমের শিবির রচনা করেছি, নিন্দা-নাকাড়া
গিয়েছে বেজে;
গোলাম তোমার আমীর হয়েছে, ওই চাহনির
ভূষণে সেজে! (অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ৩৯৩)

'ক্রীতদাস' অর্থে একটি কবিতায় একবার —

কেনা গোলাম কেবল খাটে! — জোয়াল নিয়ে স্কন্ধে,
জাবনা খায়, আর জাবর কাটে ঘনায় যখন সন্ধ্যে।
(অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ৪৩)

'অপরিচিত' অর্থে একটি কবিতায় একবার —

দাঁড়াতাম দুই হস্ত বাড়ায়ে,
কেউ দিত, কেউ দিতবা তাড়ায়ে
ভিখারির ঝুলি ভরিত আখেরে গরীবের করুণায়।
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ১০৩)

'বালক' অর্থে একটি কবিতায় দুবার —

বুঝ সমঝের বইছে হাওয়া, গোলাম-সমঝ যাচ্ছে টুটে,
সাবালকীর করছে দাবী সব দুনিয়া দাড়িয়ে উঠে!
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৩৩)

'আজ্ঞাবহ' অর্থে দুটি কবিতায়[৯] দু'বার —

সুলতানা! আমি গোলাম তোমার, বাঁধা আছি হাতে গলে,
রাখিতে, মারিতে, বিক্রি করিতে পার গো ইচ্ছা হলে
(অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ৩৮৩)

দোকান (دکان) শব্দটির অর্থ বিপণি, দোকান, পণ্যশালা, আপণ ইত্যাদি। শব্দটি তিনি দুটি কবিতায়[১০] অন্তত তিনবার 'বিপণি' অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন —

ঢুকছে গরু
দোকান ঘরে,
আমের গন্ধে,
আমোদ করে! (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৪৫ : ১০)

নকিব (نقیب) শব্দের অর্থ প্রধান ব্যক্তি, নেতা, মুখপাত্র, ঘোষক ইত্যাদি। শব্দটি তিনটি কবিতায়[১১] অন্তত তিনবার 'ঘোষক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন —

সহসা নকীব ফুকারিল– "হের হুজুরের তাঞ্জাম"
পথ ছেয়ে গেল ঝান্ডা নিশান হাজারো সরঞ্জাম। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৪৫:৩৬)

ফকির (فقیر) শব্দটি গরিব, ভিখারি, অভাবী, সাধু দরবেশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবি শব্দটিকে পাঁচটি কবিতায় পাঁচবার বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'গরিব' অর্থে দুটি কবিতায়[১২] দুবার, যেমন —

আচার নিষ্ঠ দানশীল ধনী হতে,
প্রেমিক ফকির শ্রেষ্ঠ সে বহু মতে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩১৯ : ১৬৬)

'সাধু-দরবেশ' অর্থে তিনটি কবিতায়[১৩] তিনবার, যেমন —

বিশ্বজীবের ব্যথার ব্যথি সোনার রাজ্য ফেলে
বেরিয়ে গেছে ফকির-বেশে ছাই দিয়ে সংসারে (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ৯৮)

মক্কা (مكة) আরব দেশের অন্যতম প্রধান নগর এবং মুসলমানদের প্রধান তীর্থস্থান; হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্র জন্মভূমি। পবিত্র কাবাগৃহ এখানেই অবস্থিত। লোহিতসাগর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে ইয়ামান, জেদ্দা ও ফিলিস্তিন সড়ক পথের সংগমস্থলে যে সব পর্বতমালার একটি উপত্যকা রয়েছে, এ উপত্যকাতেই পবিত্র মক্কা নগরী অবস্থিত। (হুসাইন হায়কল, ১৯৯৮ : ১০৩)

শব্দটি কবি একটি কবিতায় একবারই উপর্যুক্ত অর্থে ব্যবহার করেছেন, যেমন —

মক্কা-মদিনা সকলি ঢুঁড়িনু
প্রেমিকের দেখা নাই,
শ্যামলী লুকাল ধবলী আসিল
এইবারে ছুটি চাই। (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ১৫১)

মজলিশ > মাজলিস (مجلس) সভা, সমাবেশ, অধিবেশন, আসর, পরিষদ, বোর্ড, আড্ডা ইত্যাদি। শব্দটি ছয়টি কবিতায় ছয়বার বিভিন্ন অর্থে এসেছে —

'আসর' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[১৪] পাঁচবার, যেমন—

নক্সা দেখে আপনি তুমি তুষলে বখশিশে,
দেওয়ান-খাসে ঠাঁই দিলে হে গুণবীর মজলিসে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ৮১)

'আড্ডা' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন—

এ সকল কথা আগে ভাবি নাই;
দিন গেছে টো টো ক'রে, —
দোকানে দোকানে মজলিস্ রেখে, —
ফল পেড়ে পাখী ধরে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ৯৪)

মশগুল > মাশগুল্ (مشغول) শব্দটি ব্যস্ত, নিয়োজিত, লিপ্ত, নিবিষ্ট, বিভোর, মগ্ন, আবিষ্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে শব্দটি ছয়টি কবিতায় অন্তত ছয়বার 'ব্যস্ত' ও 'লিপ্ত' অর্থে এসেছে —

'ব্যস্ত' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —
সহসা অদূরে নৌকার 'পরে
দেখিনু সেই সে নারী,
নতুন বন্ধু — সঙ্গে চলেছে
মশ্‌গুল তারা ভারী! (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৪৬)

'লিপ্ত' অর্থে চারটি কবিতায়[১৫] চারবার, যেমন —
ওরে দিল! তুই থাকিসনে আর
দুনিয়াতে মশগুল। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ৬০)

মিনার > মানার (منار) অর্থ বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ, মিনার বা আজানের জন্য ব্যবহৃত মসজিদের উচুঁ চূড়া, প্রাসাদ-অট্টালিকাদির উঁচু স্তম্ভ ইত্যাদি। শব্দটি দুটি কবিতায় চারবার 'উঁচু প্রাসাদ' ও 'আলোকস্তম্ভ' অর্থে এসেছে।

'উঁচু প্রাসাদ' অর্থে একটি কবিতায় তিনবার, যেমন —
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িতে যাহারা কই গো তারা? (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ১৫৩)

'আলোক স্তম্ভ' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —

গাছের ছায়ায় প্রভাতী আলোর মীনারে,
অপরূপ তার রূপ যেন দেছে বাড়ায়ে। (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৪৭)

মুসাফির > মুসাফির্ (مسافر) সফরকারী, ভ্রমণকারী, যাত্রী, পথিক, আগন্তুক ইত্যাদি। শব্দটি দুটি কবিতায়[১৬] অন্তত তিনবার 'অতিথি' অর্থে এসেছে। যেমন —

মুসাফের রোজ আসে নাকো আর
ম্লান মুসাফের-খানার আলো,
থেমেছে ডঙ্কা, তুমি ভাবিছ কি ?
সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো ? (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ১৫৩)

শয়তান (شيطان) অর্থ প্রেতাত্মা, দুরাচার, ইবলিস, প্রবঞ্চক, পাপাত্মা। ইসলাম ধর্মানুযায়ী হযরত আদম (আ.)কে সিজ্‌দাহ্ করা সংক্রান্ত আল্লাহর আদেশ সরাসরি অমান্য করে

অভিশপ্ত হয়ে যাওয়া ইবলিস-এর কুখ্যাত নাম শয়তান। তার আর এক নাম আযাযিল। শব্দটি নয়টি কবিতায় অন্তত দশবার বিভিন্ন অর্থে এসেছে।

'দুরাচার' অর্থে পাঁচটি কবিতায়[১৭] পাঁচবার, যেমন —

চিল শকুনের চলছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহব সুসভ্য শয়তানী!
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৩০ : ৭৭)

'প্রেতাত্মা' অর্থে দুটি কবিতায়[১৮] দুবার, যেমন —

অকারণে আলো করিয়া প্রেতস্থান
মশাল জ্বালিয়া হাসিতেছে শয়তান। (অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ৪১৩)

'পাপাত্মা' অর্থে দুটি কবিতায়[১৯] দুবার, যেমন —

তোমাদের ফুলে ফুল মেদিনী
তোমাদের ভুলে ভোলে সবাই,
তোমরা রহিলে রাহুর কবলে
শয়তান পূজা পায় যে, ভাই! (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ২১৭)

'প্রবঞ্চক' অর্থে একটি কবিতায় একবার, যেমন —

হাসে শয়তানী হাসি হেটো লোক যত,
জীবনের ভুল ধরি পরিহাস করে;
এমনি করিয়া শেষ হয় প্রহসন, —
তাও লোকে ভুলে যায় দিন দুই পরে! (অসিতকুমার, ১৯৭৪ : ৪৫০)

সাবেক > সাবিক. (سابق) পূর্ববর্তী, আগেরকার, পূর্বতন, প্রাচীন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হলেও শব্দটি একটি কবিতায় দুবার 'পূর্ববর্তী' অর্থে এসেছে —

'যাচ্ছে সময়!' যাচ্ছে? — বটে! — আমরা কি জানি?
সাবেক চালে চলছি মোরা সাবেক বিধানী! (অসিতকুমার, ১৯৭৬ : ২৩)

হাওয়া (هواء) শব্দটি বাতাস, বায়ু, বায়ুমণ্ডল, শূন্য ইত্যাদি অর্থবোধক। শব্দটি তিরান্নব্বইটি কবিতায়[২০] অন্তত একশত তেইশবার 'বাতাস' অর্থে এসেছে —

জানালা খুলে বাদলা হাওয়া নিইগো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে জ্যোৎস্না তরঙ্গেতে! (সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ৮১)

হারাম > হারাম্ (حرام) নিষিদ্ধ, অপবিত্র, অবৈধ, ইসলাম ধর্মের বিধানে নিষিদ্ধ বা অবৈধ কাজ। শব্দটি একটি কবিতায় একবারই 'অবৈধ' অর্থে এসেছে —

ধৃষ্ট জনের মেহেরবাণী হারাম ব'লে জানে মুসলমানে,
হিন্দু-শিখের গোরক্ত সে, কে ছোঁবে তায়, নেবে সে কোন প্রাণে?
(সত্যেন্দ্রনাথ, ১৩১৯ : ১৬৬)

টীকা

১. খ্রিষ্টান মিশনারী কার্যক্রম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক শাসন পদ্ধতির প্রভাবে বাংলায় যখন নীরব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন চলছিল, সে সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অক্ষয়কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। একটি ইউরোপীয় সেমিনারিতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজি, বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও ফারসিসহ ভারতীয় ক্লাসিক্যাল ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সেকালের অত্যন্ত প্রভাবশালী 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তাঁর পাণ্ডিত্য ও লেখক হিসেবে খ্যাতির ফলে তিনি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সংবাদপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের পদ লাভ করেন। অক্ষয়কুমার বহুল আলোচিত বহু গ্রন্থের প্রণেতা। (সিরাজুল, ২০০৩ : ২-৩)

২. পদস্থ বন্ধুর প্রতি (২বার) : (*তীর্থ-সলিল*), দিলীনামা : (*বেলাশেষের গান*), খেয়ালীর প্রেম : (*তীর্থ-রেণু)*

৩. চরকার গান, গিরিরাণী : *(কাব্য সঞ্চয়ন)*, আখেরী : *(বেলাশেষের গান)*

৪. গিরিরাণী : *(কাব্য সঞ্চায়ন)*, আখেরী : (*বেলা শেষের গান)*

৫. বিশ্ববেদন (২ বার), ঝুলন : (*মণি-মঞ্জুষা)*, ইনসাফ : (*বিদায়-আরতি)*, হাফেজের রুবাইয়াত : (*তীর্থ-সলিল*), দিলীনামা : (*বেলাশেষের গান)*

৬. মুসলিম (مسلم) শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার *মণি-মঞ্জুষা*, কাব্যগ্রন্থের (বিশ্ববেদন), কবিতায় মোশ্লেম শব্দে ব্যবহার করেছেন।

৭. মূসার (موسى) শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার *মণি-মঞ্জুষা*, কাব্যগ্রন্থের (বিশ্ববেদন), কবিতায় মুশার শব্দে ব্যবহার করেছেন।

৮. নওরোজের গান, জগদন্তরাত্মা (২ বার) : (*মণি-মঞ্জুষা*), পাতিল প্রমাদ : (*বিদায় আরতি*), খেয়ালীর প্রেম (২বার) : (*তীর্থরেণু*), মরিয়া : (*তুলির লিখন)*

৯. প্রেম পত্রিকা : (*তীর্থ-রেণু)*, প্রিয়া যবে পাশে : (*তীর্থ সলিল)*

১০. পাল্কির গান : (*সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)*, বিদ্যার্থী : (*তুলির লিখন)*

১১. দিলীনামা: (*বেলাশেষের গান)*, গঙ্গাহৃদী বঙ্গভূমি : (*কাব্য সঞ্চয়ন)*, লাজের কাহিনী : (*সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের শিশু কবিতা)*

১২. আখেরী : (*কাব্য সঞ্চয়ন)*, সাকীর প্রতি : (*তীর্থ সলিল)*

১৩. বুদ্ধবরণ, দিলীনামা : (*বেলাশেষের গান*), ফুল সাজ্রি : (*কুহু ও কেকা)*

১৪. জৈষ্টিমধু, রেলগাড়ীর গান : (*সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা*), চায়ের পেয়ালা : (*মণি-মঞ্জুষা*), শিরাজ-ই-হিন্দ : (*বেলাশেষের গান*), যশমন্ত, বিদ্যার্থী : (*তুলির লিখন)*।

১৫. চায়ের পেয়ালা, আত্ম নিবেদন : (*মণি-মঞ্জুষা*), কে : (*বিদায় আরতি*), বাঙ্গালী পল্টনের গান : (*বেলাশেষের গান)*

১৬. একটি চামেলির প্রতি :(*বিদায় আরতি)*, দিলীনামা : (*বেলাশেষের গান)*

১৭. উড়োজাহাজ, চরকার আরতি, সালতামামী : (*বেলাশেষের গান*) , ইনসাফ : (*বিদায় আরতি*), বড় দিনে : (*কাব্য সঞ্চয়ন)*

১৮. জ্ঞান-পাপী : (*তীর্থ রেণু)*, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি : (*বিদায় আরতি)*

১৯. গোত্র সঞ্জিবন : (*মণি-মঞ্জুষা*), বড় দিনে : (*কাব্য সঞ্চয়ন)*

২০. শোভিকা, যশমন্ত, সতী : (*তুলির লিখন*), আকুল আহ্বান, মূল ও কুল, বাতাসী মার দেশ (৩ বার): (*বেণু ও বীণা*), শিশির যাপন, বাসন্তী বর্ষা, বুতার্কিক ও কাঠঠোকরা, নব্য অলংকার, স্বর্ণ মৃগ, মেলার যাত্রী, লুব্ধা, আত্মঘাতিনী, মনিহার,তানকা, বীরের ধর্ম, রণমৃত্যু : (*তীর্থ রেণু)*, দুই সুর কে?, মদন মহোৎসব,মধুমাসে, গান (২ বার),সহজিয়া, মুগ্ধা (২ বার), সাড়ে-চুয়াত্তর (২ বার), গ্রীষ্মের সুর, যোরো হাওয়ায় (৩ বার), অভয়,বর্ষা (২ বার), ছায়াচ্ছন্ন (২ বার), ছিন্নমুকুল, ভুঁই চাপা (২ বার), বারানসী, দাজিলিঙের চিঠি (৩ বার), পাগলা ঝোরা, আমরা, শীতন্তে, আবার

: *(কুহু ও কেকা)*, প্রণাম, ভোরাই (২ বার), ময়ূর মাতম, সাঝাই, সাল-পহেলী, ভীমজননী, কবির তিরোধান (২ বার), শিরাজ-ই-হিন্দ, কয়েকটি গান (২ বার), দিলীনামা, খাচার পাখি : *(বেলাশেষের গান)*, আকাশের খোকা-খুকী (২ বার), বালকের নমস্কার, নওরোজের গান, নব-বর্ষে, চায়ের পেয়ালা (২ বার), তারেই, সূর্যের মৃত্যু, সরল গাছ ও বিদ্যুৎ, বাঘের স্বপন (২ বার), পরীর মায়া, ক্ষণিকের গান, বৈরাগ্য, খেয়ালীর গান, বিশ্ব কর্মের বিজয় যাত্রা (৫ বার), দেশের মায়া, যুদ্ধের স্মৃতি : *(মণি-মঞ্জুষা)*, ঘুমতি নদী, জাফরানিস্থান, আলোর পাথার, ভোমরার গান, তিলক, বজ্রবোধন, কোন ধর্মধ্বজের প্রতি, দুরের পালা (৩ বার), গিরিবাণী (৩ বার), ইনসাফ, মধুমাধবী, কে? কন্যাদায় : *(বিদায় আরতি)*, মৌচাক, তাতারসির গান, রেলগাড়ীর গান, পলাশফুল, ধানের মঞ্জুরী : *(সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা)*, অবিচার, দিবাস্বপ্ন : *(তীর্থ সলিল)*, আমন্ত্রণে, পারিজাত, সবুজ পরি, গঙ্গাহৃদীবঙ্গভূমি, বর্ষা নিমন্ত্রণ, জৌষ্ঠিমধু, গান্ধিজী : *(কাব্য সঞ্চয়ন)*

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৭৪, *সত্যেন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা।

অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ১৯৭৬, *সত্যেন্দ্র রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা।

মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল, (অনুবাদ : মওলানা আবদুল আউয়াল), ১৯৯৮, *মহানবীর জীবন চরিত*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

রশীদুল আলম, ২০০০, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, সাহিত্য সোপান, বগুড়া।

বিশু মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৭১, *কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, বাক সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৩০, *বেলাশেষের গান*, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স,কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৭২, *কাব্য সঞ্চয়ন*, এম,সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩২১, *তুলির-লিখন*, কান্তিক প্রেস, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৪৫, সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা, এম. সি. সরকার, এণ্ড সন্স, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩১৯, *তীর্থ-সলিল*, ইন্ডিয়ানা পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

সনজিদা খাতুন, ১৯৫৮, *কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত*, নিতাই চন্দ্র দাস, কলিকাতা।

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), ২০০৩, *বাংলাপিডিয়া*, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬৮, *অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ*, এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।